OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 287 - 296
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

আনোয়ার পাশার উপন্যাস ‘নিষুতি রাতের গাথা’ : সময়, সমাজ ও রাজনীতিবীক্ষা

সোহাগ মিয়া
প্রভাষক (বাংলা বিভাগ)
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : shohagmia9919@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Communal Riot, Contemporary Era, Society, politics, History, Humanity, Crisis of Humanity, Division, Conflict.

Abstract
The novel serves as an artistic representation of the continuous flow of time and the evolving dynamics of society, intricately interwoven with the depths of human existence. As society progresses, the novel captures its multifaceted complexities, contradictions, and conflicts, along with their possible resolutions. Fundamentally, the novel reflects human experiences—joy and sorrow, hope and despair, love and brutality—all shaped by the inexorable passage of time. In Anwar Pasha's fiction, contemporary socio-political upheavals are depicted with stark realism, where human struggles, historical consciousness, political turmoil, and the natural world converge in an authentic and compelling narrative. As a writer committed to the truth of life, Pasha constructs the framework of his novels by blending personal experience with creative imagination. His second novel, Nishuti Rater Gatha, vividly portrays the socio-political landscape of post-Partition India, particularly the struggles of Muslims in West Bengal, the horrors of communal riots, and the broader political climate. Beneath the narrative lies the anguish of shattered dreams, the crisis of love and humanity, and the moral dilemmas faced by individuals amidst chaos. The novelist presents a harrowing depiction of communal violence, exposing its brutal and monstrous nature, while also subtly hinting at the presence of secular and humanist forces—however faint their resistance may be. Through his exploration of time, society, and politics, Pasha does not merely document the history of riots but crafts a deeply moving human account that underscores the fragile yet persistent resistance against communalism. Simultaneously, the novel offers a nuanced portrayal of women, highlighting their individuality and political awareness, thereby providing a broader reflection of the socio-political realities of the time.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

কথাসাহিত্যের সর্ববৃহৎ শিল্পমাধ্যম উপন্যাস নানা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান। সমাজ ও মানবজীবনের নানা গ্রন্থি উন্মোচন তার মূল কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে লেখকের বাস্তববোধ, বিশ্বাস ও মতাদর্শ আন্দোলিত হয় সমসাময়িক সমাজ আদর্শে। একজন শিল্পী সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্মকে যেভাবে নবরূপ দিতে পারেন সে প্রসঙ্গে মাও সে তুং-এর অভিমত –

> "শিল্পীর দায়িত্ব হচ্ছে, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থা, তাদের চেহারা এবং তাদের মনস্তত্ত্ব শিল্পী সাহিত্যিকদের পর্যালোচনা করতে হবে। এ-সব বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারলে তবে আমরা অন্তর্বস্তুতে সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব এবং শিল্প সাহিত্যকে সঠিকভাবে নবরূপ দিতে পারবো।"[১]

আনোয়ার পাশা এ শ্রেণির সাহিত্যিক যিনি সময় ও সমাজকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তারই বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন সাহিত্যকর্মে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর উপন্যাসগুলো অনেক ক্ষেত্রে আত্মজৈবনিক শিল্পভাষ্যে রূপ নিয়েছে। উপন্যাস যে সমকালীন বাস্তবতাকে ধারণ করতে পারে এবং সেই সাথে সমাজের নানাবিধ সমস্যা ও সংকট এবং রাজনৈতিক যে অভিঘাত জনমানসের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে তারই পরিপূর্ণ ও বাস্তবোচিত রূপায়ণ হয়ে উঠেছে আনোয়ার পাশার উপন্যাস। সময় সমাজ রাজনীতির প্রবল অভিঘাতে ভাস্বর তাঁর তিনটি উপন্যাসই।

আনোয়ার পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস *নিষুতি রাতের গাথা* (১৯৬৮)। প্রথম উপন্যাস *নীড়-সন্ধানী*র ন্যায় এ উপন্যাসেও সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রধান সমস্যা হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন ঔপন্যাসিক। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প কলুষিত আবহাওয়ায় আর্তমানবতার হাহাকার নিয়ে উপন্যাস রচনার যে সূচনা লেখক তাঁর প্রথম উপন্যাস *নীড়-সন্ধানী*তে করেছেন, নিষুতি রাতের গাথা সেই একই পটভূমিতে রচিত। প্রথম উপন্যাসে সরাসরি দাঙ্গার উল্লেখ না থাকলেও এ উপন্যাসে দাঙ্গার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে এবং সেই বহ্নিতে একটি সুখী পরিবার জ্বলে পুড়ে গেছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, উপন্যাস দু'খানি পরস্পরের পরিপূরক। তবে, পটভূমি এক হলেও নিষুতি রাতের গাথা স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে একধরনের রোমান্টিকতা ও বিষণ্ণতা আছে। এর উপজীব্য জীবনের অন্তর্গত বিষণ্ণতার উৎসটি সামাজিক। সুদীপ্ত শাহিন বিষণ্ণতা, দাঙ্গায় তার বোন সুফিয়া নিহত হয়েছেন, মা আহত হয়েছেন এবং সে হয়েছে গৃহহারা। একটি গীতিকবিতার সুরে ঔপন্যাসিক তাঁর মর্মযন্ত্রণার কথা এ উপন্যাসে বর্ণনারূপ দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি সুদীপ্ত শাহিনের মর্মের বেদনা ও আনন্দের চিত্র অংকন করতে চেয়েছেন-আশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, প্রেমের নির্মল আনন্দ। এ উপন্যাস সম্পর্কে রাশীদুল হাসান 'পরিক্রম'-এ 'একটি নিভৃত মনের কথকতা' শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

> "নিষুতি রাতের গাথা মনে হবে এক কবিতার নাম অথবা এক স্বগতোক্তি। কোনো কবিতার নাম নয় হয়তো স্বগতোক্তির মতোই রাতের গভীরে বেদানার মতো বেজে উঠা অশ্রুশিক্ত কাহিনি এই 'নিষুতি রাতের গাথা'।"[২]

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সৃষ্ট দাঙ্গায় একটি বিপর্যস্ত ও পতিত পরিবারের বেদনাময় রাত্রির কাহিনি থেকেই এ উপন্যাসের নামকরণ করেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের পট-পরিবেশও যেন বিষণ্ন, থমথমে নিষুতি রাতের মতো। যার দরুণ নামকরণের দিক থেকে নিষুতি রাতের গাথা একটি সার্থক সাহিত্যকর্ম।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের প্রথম বাক্যই অসাম্প্রদায়িক চেতনায় দ্যুতিমান। এ উপন্যাসের পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শহর। যে গ্রামের একটি সম্পন্ন পরিবার ধর্মে মুসলমান, কিন্তু চেতনাদর্শে ভারতীয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির ধর্মীয় উন্মত্ততা ও রাজনৈতিক শোষণ-পেষণে ক্ষতবিক্ষত এই পরিবারের মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারতীয় এলাকার স্থায়ী মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি ধর্মীয় বিরুপতাকে চিত্রিত করেছেন শ্রেণিচেতনার আলোকে এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। উপন্যাসের কাহিনিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক অপশক্তির পৈশাচিক বর্বরতার পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী শক্তির একটি ক্ষীণ ধারাও প্রবাহমান থাকতে দেখা যায়। উপন্যাসের মূল বিষয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উগ্র রূপের বীভৎস বর্বরতায় মানবতার অবমাননা ও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিনষ্টি। উপন্যাসের প্রথম বাক্যে সমন্বয়ের বীজ উপ্ত হলেও সমগ্র উপন্যাসে তা পরিণত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষে। সাম্পদায়িকতা এর শেষপৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত শুভবোধের জারকরসে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। গবেষক ড. মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী এ উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন-

> "এই উপন্যাসের ভেতর দিয়ে সমকালীন পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের জীবন-বিশ্বাস ও জীবন-যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। সমকালীন ইতিহাসের দলিল হিসেবে উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ।"[৩]

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের কাহিনির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিতে উন্মত্ত মানুষের দানবিক রূপ এবং দাঙ্গায় আহত নায়ক সুদীপ্ত শাহিনের মনোজগত ও তার চারপাশের ঘটনা এবং মানুষজন নিয়ে এ কাহিনি বিকশিত। ঔপন্যাসিক কখনও বিচরণ করেছেন সুদীপ্ত শাহিনের চেতনাজগতে আবার কখনও অন্তর্লোকে। উপন্যাসের ভূমিকাংশে ক্ষুদ্র পরিসরে লেখক একটি পরিবারের পরিচিতি এবং সেই পরিবারের সদস্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন উদার মানবতাবোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। সে একদিকে দেখেছে স্বার্থপর ধনিক মিল মালিক ও তাদের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা বদমায়েশ, অপর দিকে দেখেছে বিনয়দা, মন্দিরা, সুতপার মতো অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাবসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষ। কিন্তু কাহিনির পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কবলে পরে শ্রমিকের পোশাক পরে সুদীপ্তকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ এ উপন্যাস সুদীপ্ত শাহিনের বিধ্বস্ত পরিবারের কাহিনি এবং সেই সঙ্গে তার জীবনের স্বপ্নভঙ্গেরও।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে বিষময় পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কয়েকটি তরুণ তরুণীর বুর্জোয়া শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াসের কাহিনিই এই নাতিদীর্ঘ উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে। উপন্যাসের কাহিনিতে লেখক মানুষের বসবাসযোগ্য স্বাভাবিক পৃথিবী কামনা করেছেন, প্রেমের ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের সংকীর্ণ সীমার ঊর্ধ্বে বিচরণ করতে চেয়েছেন। চরিত্র চিত্রণেও লেখক এই ভাব পাঠক মনে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। সুফিয়ার বান্ধবী ঈপ্সিতা তাই নিজে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী তার সহপাঠীকে দীপ্ত ভাষায় সুফিয়ার সপক্ষে জবাব দিতে পারে, 'সুফিয়া আমার বোন, আমার আত্মীয়'। তার কাছে 'আমি মানুষ' এই পরিচয়টি সবচেয়ে বড়। ঈপ্সিতা মানুষের মধ্যকার সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে দেশের হিন্দু-মুসলিম স্থায়ী সমস্যার সমাধান হিসেবে বিশেষ এক ধরনের সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী এবং তা হচ্ছে কম্যুনিউজমের শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজ। এছাড়াও আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনিসূত্র হিসেবে দেশের তরুণ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, সুদীপ্ত-মন্দিরা-সুতপাকেন্দ্রিক জটিল প্রেম-ভাবনার কথা, ষড়যন্ত্রকারী কূটবুদ্ধিসম্পন্ন একটা শ্রেণির ঘৃণিত কার্যকলাপ স্থান পেয়েছে। এ উপন্যাসের কাহিনি ও ঘটনার পর্যবেক্ষণ সূত্রে সমালোচক ড. সুধাময় দাস তাঁর বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ গ্রন্থের '১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত লিখিত উপন্যাস' অংশে বলার প্রয়াস পান –

> "পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে লেখকের মনোভাব নমনীয়। অবশ্য এখানেও লেখক উপলব্ধি করেন যে, ভারতের বুর্জোয়া শাসক এবং তাদের সহযোগী শ্রেণীর স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দ্যেশের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ নিহিত। এবং এর মূল উৎপাটনের জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। ...লেখক ও পাকিস্তান ও স্বধর্মপ্রীতির পাশাপাশি হিন্দু মুসলিম মিলন কামনা, জীবন ও সমাজ গঠনে মার্কসবাদী ধ্যান ধারণা প্রভৃতি দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়েছেন ও তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।"[৪]

আনোয়ার পাশা এ উপন্যাসের কথাবস্তুকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন এবং নতুন প্রজন্মের দাঙ্গা প্রতিরোধে পরিকল্পিত চেষ্টার সাবলীল উপস্থাপনার মাধ্যমে। সবমিলিয়ে যে বিষয়কে ধারণ করে তিনি এ উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তা কাহিনির আকারে অত্যন্ত সুনিপুণ ও সাবলীল ভঙ্গিমায় বিন্যাস করতে সক্ষম হয়েছে।

সমাজসন্ধানী শিল্পী আনোয়ার পাশার প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্ম সমাজের নানাবিধ সমস্যা ও সংকটকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। সমাজ রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি এটাও স্পষ্টতর করেছেন যে, সামাজে যে সকল সংকটের সৃষ্টি হয় তার নেপথ্যে কারা কীভাবে এবং কোন স্বার্থে ইন্ধন যোগায় এবং এর পরিণতিতে সমাজে কতটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে এবং মানুষের জীবন কতো দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে। লেখক এটাও দেখিয়েছেন কীভাবে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারা যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আনোয়ার পাশা রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথাতেও লেখকের সমাজমনস্ক মনোভাবের পরিচয় পাই। যেখানে প্রথম উপন্যাসের মতো সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে সমাজে কতটা বিষময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষে মানুষে শুধু ধর্ম ভিন্ন হওয়ার কারণে দূরত্ব কতোটুকু বাড়তে পারে তারই সুশৃঙ্খল রূপায়ণ ঘটিয়েছে। সেই সাথে সমাজের নারী ও পুরুষ উভয়েই যে কালের ধারাবাহিকতায় রাজনীতিসচেতন হয়ে উঠছে এবং প্রতিবাদী মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠছে তারই প্রকাশ পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের সূচনাতেই আমরা সমাজের মানুষ সম্পর্কে একটা ধারণা পাই যেখানে মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারের এক ভদ্রলোক তার চার ছেলেমেয়ের নাম রাখার ক্ষেত্রে ইসলামী শব্দের সঙ্গে একটি করে বাংলা শব্দ জুড়ে নাম রাখে। তার এ কাজকে সমাজের মানুষ নেতিবাচক দৃষ্টিতে বিচার করে। উপন্যাসে তারই প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত সংলাপে –

> "তাঁর মুসলিম আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তাঁকে কাফের হয়ে গেছে ভেবে বয়কট করেছিল, যদিও সত্যকার কাফের তিনি ছিলেন না।"[৫]

একটা সমাজ কতটা ধর্মাচ্ছন্ন হলে শুধু সন্তানের নামকরণ বাংলা শব্দে করার দরুণ তাকে কাফের বলে বয়কট করতে পারে। এখানেই অর্থাৎ উপন্যাসের শুরুতেই সাম্প্রদায়িকতার দিকটি উন্মোচন করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসের নায়ক সুদীপ্ত শাহিনের মা যার পৈতৃক বাড়ি ছিল এলাহাবাদ, তিনি অল্প বয়সে রবীন্দ্রসংগীত শুনে বাংলাভাষার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। পিত-মাতার অমতে বাঙালি স্বামী মনোনীত করেন। তার এ স্বামী মনোনীত করার দিক থেকে নারীর ব্যক্তিত্বের দিকটি পাই, যেখানে সমাজে নারীর একটা আলাদা অবস্থান তৈরি হয়। এছাড়া আলোচ্য উপন্যাসে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় রূপ দেখতে পাই সুদীপ্তের বোন অলকা সুফিয়ার মাধ্যমে। যে রাজনীতির ব্যাপারে উৎসুক্য। উপন্যাসে পাই –

> "বিতর্ক প্রতিযোগীতায় নেমে প্রায়ই প্রথম হ'ত এবং ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিত।"[৬]

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তখনকার সমাজের মানুষের সচেতনমূলক মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

উপন্যাসে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হলে সরকার কারফিউ জারি করে। এতে করে সাধারণ মানুষের জনজীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। বিনয়ের বোন সুতপা যে কিনা অন্যসকল দিন নদীতে স্নান করে কিন্তু কারফিউ জারি হবার ফলে এখন নদীতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তেমনি সুদীপ্ত বাইরে বের হতে চাইলে কারফিউয়ের কারণে বিনয় বাধা প্রদান করে।

এছাড়াও সমাজে হিন্দু-মুসলিম দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু ভিন্নতা লক্ষ করা যায় এবং সে ভিন্নতা পোশাক পরিচ্ছদ থেকে খাওয়া-দাওয়া সকল আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। উপন্যাসে সুফিয়া আর ক্ষণিকার মাঝে চলমান কথাবার্তায় রয়েছে তারই পূর্ণ প্রতিফলন –

> "একদিন তোমাদের বাড়ি মুরগীর মাংস খাওয়ানা ভাই, খুব করে পেয়াজ মসলা দিয়ে রান্না ক'রে।
> বেশতো, মুসলমানের ঘরের বৌ হয়ে আয়। কতো পেঁয়াজ আর মুরগী খেতে পারিস তখন দেখব।"[৭]

সম্প্রদায়গত খাবারের এ ভিন্নতা উপর্যুক্ত আলাপের মধ্যেই হিন্দু সমাজের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথাও উঠে এসেছে। সেটি হচ্ছে পণ বা যৌতুক প্রথা। যখন সুফিয়া ক্ষণিকাকে মুসলমানের ঘরের বৌ হয়ে আসার কথা বলে তখন ক্ষণিকা বলে —

> "সত্যি বলেছিস। মন্দ হয় না। বাবার হাজার পাঁচ সাতেক টাকা বাঁচে।'
> 'না রে, টাকা আজকাল মুসলমানের মেয়ের বিয়েতেও কম খরচ হচ্ছে না।"[৮]

যৌতুক প্রথা শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে তার প্রচলন ছিল তা সুফিয়ার কথাতে স্পষ্ট।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে যে সমাজের কথা বলা হয়েছে সে সমাজের মানুষের মধ্যকার উদাসীন মনোভাব ও নিষ্ক্রিয়তার কারণেই দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিনয়, অনুপম, ঈপ্সিতা, সুফিয়া ও প্রদীপকুমার মৈত্র এর মধ্যকার আলোচনাতেই সেদিকটি উঠে আসে –

> "পরিস্থিতি যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল সেটা প্রত্যেকটি সাধারণ নাগরিকও টের পাচ্ছিল। অথচ কেন যে কেউ সেই একটা মানবতার কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সম্ভাবনা রোধে যত্নবান হচ্ছিল না সেটা বোঝা যায়নি। শহরের মধ্যে দাঙ্গা চায় না এমন নাগরিকের সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল না, কিন্তু তাদের সীমাহীন ঔদাসীন্য এবং বেদনাদায়ক নিষ্ক্রিয়তা পরক্ষে দাঙ্গাবাজদের উৎসাহিতই করছে।"[৯]

আলোচ্য উপন্যাসে সুদীপ্ত ও অনুপমের কথায় দেখতে পাওয়া যায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন লোক সমাজে মাথা উঁচু করে বিচরণ করে অথচ যারা অসম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন এবং ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে গিয়ে মানুষ হওয়ার সাধনায় ব্রতী তারা সমাজে নিগৃহীত ও শোষিত এবং তাদের আবাসস্থল হয় জেল-হাজত। অনুপমের বেদনা বিধুর কণ্ঠস্বরে সে দিকটি অর্থাৎ সমাজের অসঙ্গতির চিত্রটি উঠে এসেছে –

> "আমার কি অপরাধ ছিল বলতে পারেন শাহিন দা, আমি হিন্দু না হয়ে মানুষ হ'তে চেয়েছি, মানুষকে দূর্গতিমুক্ত দেখতে চেয়েছি- এই কি আমার অপরাধ? আর যারা মানুষ মারার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারা সমাজে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।"[১০]

সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সচেতনতার পরিবর্তে ধর্মীয় কুসংস্কারের বোধ প্রবল ছিল। তারা মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখে ধর্ম দ্বারা বিবেচনা করে। তেমনি এ উপন্যাসে সুফিয়া ও ঈপ্সিতা কলেজ থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে সাম্প্রদায়িকবোধ সম্পন্ন ছেলেরা ঈপ্সিতাকে বলে যেন সুফিয়া নামক যবনীটাকে সাথে নিয়ে না ঘুরে। তখন ঈপ্সিতা বলে তাদের ইচ্ছায় চলতে হবে নাকি। এখানে নারীর সক্রিয় অবস্থানটিকে চিহ্নিত করা যায়। সেই সাথে ছেলেদের কথায় প্রবলভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ছেলেরা বলে –

> "না, কেবল আমাদের ইচ্ছে নিয়ে কথা হচ্ছে না। সমগ্র হিন্দু সমাজের এ হচ্ছে মনের কথা। হিন্দুর ঐক্যের যুগ এখন। মুসলমানেরা চিরকাল আমাদের শত্রু, আমাদের মন্দির ভেঙেছে, আমাদের ধর্ম নাশ করেছে, তাদের সঙ্গে আবার এতো মাখামাখি কিসের?"[১১]

হিন্দু-মুসলিমকে বিভাজন করার মানসিকতাসম্পন্ন এসকল ছেলেরাই দাঙ্গার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম যে বিভেদপূর্ণ পরিস্থিতি এবং সে দ্বন্দ্বের জেরে এক ধরনের মানুষকে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য করে তুলেছে সে দিকটি সুদীপ্তর মা সালমা বিবির কান্নামাখা কণ্ঠেও প্রকাশিত হয়েছে –

> "হিঁদুরা আর দেশে থাকতে দেবে না মা। আল্লা, আমাদের কি হবে গো।"[১২]

সমাজের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিবর্গের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেদেরকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও করে রেখেছে। যা সমাজের মানুষের মধ্যকার সচেতন মনোভাবেরই পরিচয় বহন করে। ঈপ্সিতা একটি পরিত্যক্ত বাল্বের ভেতর এসিড ভর্তি করে মুখটা বন্ধ করে সুফিয়াকে দিয়ে বলল –

> "এইটে কাছে রাখ। পথে ঘাটে বিপদে পড়লে কাজে লাগবে। ঠিক মুখের উপর ছুঁড়ে মারবি। যতো বড়ই বীরপুরুষ হোক, আর কাছে ঘেঁষতে হবে না।"[১৩]

দাঙ্গার কারণে মানুষের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ একটু কোথাও শব্দ করে উঠলেও মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এমনকি দাঙ্গা সৃষ্টিকারী মানুষরা এমন ষড়যন্ত্র করেছিল যেন কেউ বেঁচে থাকতে না পারে। সুদীপ্তকে পুলিশে নিয়ে গেছে শুনলে তাদেরই এক পক্ষের বক্তব্য এমন –

> "তাই নাকি। তাতো হতে পারে না। এই সময় কোনো নেড়েকে তো হাজতে রাখা যায় না। তাহলে তো সে বেঁচেই গেল।"[১৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এছাড়া ক্ষণিকার বাবা গৌর বাবুর মধ্যে আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিষয়টি দেখতে পাই। দাঙ্গাকে পাপের ফল হিসেবে তিনি দেখেছেন। তাই তিনি সুদীপ্তকে বলেছেন –

> "তোমরা নতুন যুবকেরা আজকাল কি ভাবো জানিনে, কিন্তু আমরা মনে করি এই দাঙ্গা আমাদের পাপের ফল। ভগবানকে ভুলে গেছে জন্যই পরস্পরে ঝগড়া করে মরছে।"[১৫]

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে নাগরিকজীবন অধ্যুষিত যে সমাজের কথা বলা আছে সেখানে আচারনিষ্ঠ হিন্দুদের সন্ধান মেলে। মন্দিরার বিধবা জেঠিমা সুদীপ্তকে পছন্দ করেন না কারণ সে মুসলমান। আবার সুফিয়াকেও তিনি পছন্দ করেন না। জেঠিমার ধারণা, মুসলমানদের ছোঁয়া লাগলে জাত যায়। সুফিয়া ছোটবেলায় মন্দিরাদের বাড়ি গেলে জেঠিমা বলেছেন–

> "এই খুকী, ওদিকে যেও না। যা, যা- সব ছুঁয়ে দিল।... যত রাজ্যির অজাত-বেজাতের লোক এনে ঘরে ঢুকাবে। জাত বলে কিছু থাকলো আর।"[১৬]

কলকাতা শহর হলেও সেখানে যে মুসলমানরা বসবাস করতো তাদের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। সুদীপ্তের স্মৃতিচারণে সুফিয়ার মৃত্যু কাহিনিতে এ খবর জানা যায় –

> "মুসলমান পাড়ার অধিকাংশ দরিদ্র ব্যক্তিরই পাকা দালান বাড়ি নেই, বাঁশের অথবা কঞ্চির বেড়া দিয়ে তার উপর খড়ের অথবা টালির ছাদ। সেই সব তখন চারপাশে পুড়ছে, শুধু পুড়ছে। শেষ পর্যন্ত সুফিয়াকে ধরে সে আগুনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল।"[১৭]

এছাড়াও এ উপন্যাসে সে সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনও যে বিরাজমান ছিল তা সুদীপ্তর অসহায় অবস্থায় বিনয় ও সুতপার ক্লান্তিহীন সেবা ও আন্তরিক আতিথেয়তার ঘটনায় জানা যায়। তাই সুদীপ্ত দেশত্যাগ করে ঢাকা গিয়েও তাদের ভুলে যায়নি। সে বলে –

> "যে দেশ ছেড়ে এলো সে দেশের ঘৃণাকে সে সঙ্গে আনবে না। সত্য হয়ে থাক বিনয়দা-সুতপা-মন্দিরা, অক্ষয় হয়ে থাক ক্ষণিকা-সুকান্ত-ঈপ্সিতা-অনুপম।"[১৮]

এ উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে যখন সুদীপ্ত ও সুকান্ত শ্রমিকের পোশাক পরে দেশত্যাগে উদ্যোগী হয় তখন একটা থার্ডক্লাস রেস্টুরেন্টের ভাঙা বেঞ্চে বসে সকালের চা পর্ব সেরে নেওয়ার সময় একজন মজুরকে কেন্দ্র করে অন্য একজন ব্যক্তির মন্তব্য সেখানে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণ্য মানসিকতা এবং মুসলমানদের হীন ও নীচ ভাবার যে সমাজ সেটাই পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসে পাই –

> "এই রে, ভোলা এইচে। দ্যাখ ভোলা, যতো গালাগাল ছিল সব তোকে দিইচি। তোকে হারমজাদা-জানোয়ার ব'লেও আর কিছু হবে না। তোকে এবার থেকে মুচলমান বলতে হবে।'
> 'ঠিক বলেচিস- সঙ্গে সঙ্গে আর একজন অন্য কোন থেকে বলে উঠল- 'ও শালাকে চামার বললেও মান দেখানো হয়। ওকে মুচলমানই বলা উচিত।"[১৯]

সমাজের নানা অসঙ্গতি এবং মানুষের মধ্যকার বিভিন্ন ভাবনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে। সমাজের সূত্র চিত্র রূপায়ণে সদা তৎপর কথাসাহিত্যিক আনোয়ার পাশা এ উপন্যাসে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আনোয়ার পাশা সাহিত্যকে সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক। কেননা তিনি যে সময়কার সাহিত্যিক তখন সমাজে নানা সংকট ও বিরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল, তাকেই তিনি সাহিত্যে নিজের মতো রূপদান করবেন এমনটাই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। উপন্যাসে তিনি জীবনের ও সমাজের নঞর্থক কুৎসিত চিত্র অঙ্কন করেন, যা আমাদের বিবেককে শিহরিত করে, ঘৃণা করতে শেখায় - স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদকে এবং উদ্বোধন ঘটায় সদর্থক চিন্তা চেতনার।

১৯৪৭ পরবর্তী সমাজ-রাজনীতির জটিল পটভূমিকায় রচিত আনোয়ার পাশার নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসটি। এ সময়পর্বে সদ্য স্বাধীন হওয়া দুটি দেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু-মুসলিমের মাঝে সম্প্রদায়গত নানা সংকট বিরাজ করতে থাকে। এ সংকট এক সময় দাঙ্গায় রূপ নেয়। এ দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ সময়কেই পটভূমি হিসেবে তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের কাহিনি হিসেবে যেসব ঘটনার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে সেখানে সমাজ বাস্তবতার যে রূপ ও রাজনীতির বিভিন্ন অভিঘাত উঠে এসেছে তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন বিরুদ্ধ প্রতিবেশ সম্পর্কে আঁচ করতে পারা যায়। সময়ের যথার্থ রূপায়ণ এ উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। একটি পত্রিকাও যে একটা সময়কে চিনিয়ে দিতে পারে তা এ উপন্যাসে 'যুগানন্দ' পত্রিকার মাধ্যমে দেখতে পাই। দাঙ্গা সৃষ্টির পেছনে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এ পত্রিকা। সমকাল এ পত্রিকা দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর পক্ষে দালালি করেছে। অনুপমের ভাষায় –

> "যুগানন্দ যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচারে এতো তৎপর তার কারণই হচ্ছে তারা দেশের গণশক্তিকে অবান্তর সাম্প্রদায়িক কলহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়।"[২০]

উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখতে পাই, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে সুদীপ্তর বাবা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন বলে ধর্ম নিয়ে মাঝে মাঝে কথা বললেও কখনো রাজনীতি সম্পর্কে কোনো কথা বলতেন না বলে লেখকের অনুমান। অর্থাৎ সরকারী চাকুরিজীবীরা যে সবসময়ই রাজনীতিনিরপেক্ষ মনোভাবকে পোষণ করে তারই ধারক সুদীপ্তর বাবা। এটা একালের সমাজেও দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া উপন্যাসে যে দাঙ্গার কথা এসেছে এবং যে দাঙ্গায় সুদীপ্ত হারিয়েছে তার বোন অলকা সুফিয়াকে, নিজে হয়েছে বাড়ি ছাড়া সেই দাঙ্গা বৃটিশ রাজত্বের কালেও হয়েছে। কিন্তু তখনকার দাঙ্গার সাথে এখনকার দাঙ্গার ব্যবধান রয়েছে। সুদীপ্তের ভাবনায় উপন্যাসে উঠে এসেছে –

> "১৯৪৬ এর দাঙ্গার কথা তার মনে পড়ল। সেই দাঙ্গা কলকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, এদিকে ছড়ায়নি। তা না ছড়ালেও তাদেরকে দাঙ্গার আতঙ্ক পোয়াতে হয়েছে পুরোপুরি। সে ছিল বৃটিশ রাজত্বের কাল। তখন দাঙ্গা হলে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই জীবনের সুবিধা অসুবিধার জোয়ার ভাটা সমানভাবে খেলত। কিন্তু আজ?"[২১]

সুদীপ্তের এ হতাশার সুর দিয়ে প্রকাশ পায় তখনকার দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেললেও আজকের যে দাঙ্গা তা শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে বিশৃঙ্খল করে তুলেছে। এ সকল কাহিনি থেকে সময়ের ধারণা সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

আলোচ্য উপন্যাসে দাঙ্গা পরবর্তী সময়ের চিত্র উঠে এসেছে। তখন দেশব্যাপী নানা রকম আইন প্রয়োগ করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তেমনি একটি আইন হিসেবে সান্ধ্য আইনের উল্লেখ পাই। ক্ষণিকার বাড়ি থেকে সুদীপ্ত বিনয়দের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন সূর্য ডুবে গেছে। যে সান্ধ্য আইন দেওয়া হয়েছিল সে আইন উঠিয়ে নিলেও শহরের বুকে থমথমে ভাব বিরাজমান ছিল। মূলত প্রথম উপন্যাস নীড়-সন্ধানীতে দাঙ্গা হওয়ার মতো যে উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথায় সে দাঙ্গার বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এবং সুদীপ্তের পরিবারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এই দাঙ্গা বিক্ষুব্ধ সময়কে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সুচারুরূপে চিত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আনোয়ার পাশা সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেননি। তাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রেরাও সক্রিয় রাজনীতি করে না। কিন্তু তিনি তাঁর উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মুখে রাজনীতির কুৎসিত দিক উদঘাটন করে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন। নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসের বিনয় চরিত্রের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির কথা বলেছেন। বিনয়ের 'কংগ্রেসী রাজনীতির ধাপ্পাবাজি' প্রবন্ধ পাঠ শেষে সুদীপ্ত বলে –

> "বিনয়দা আমি রাজনীতি বুঝিনে, তবে বই প'ড়ে যা শিখেছি তাতে মনে হয়-হিন্দু জাতীয়তাবাদ কথাটা যেন সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক।... ঈপ্সিতা এখানে প্রশ্ন করেছেন-আচ্ছা বিনয়দা আমাদের দেশে সত্যকার জাতীয়তাবাদের জন্ম না হয়ে ঐ ধরনের তথাকথিত জাতীয়তাবাদ জন্ম নিল কেন?"[২২]

ঈপ্সিতার কথা থেকে আমরা সত্যিকার জাতীয়তাবাদ বলতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই বুঝি, হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক জাতীয়তা নয়। ঔপন্যাসিক আনোয়ার পাশাও এই বাঙালি জাতীয়তাবাদই চাইতেন।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে সমকালীন রাজনীতির ছায়াপাত ঘটেছে। সেই সাথে তিনি অতিরিক্ত সংযোজন ঘটিয়েছেন বুর্জোয়া শোষক ধনিক শ্রেণি ও প্রতিবাদি শান্তিকামী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তরুণ তরুণীর মধ্যে বিরোধ। শোষক-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বুর্জোয়া শ্রেণি পাকিস্তানে সংঘটিত সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত বীজ ছড়িয়েছে। এ শ্রেণি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করেছে এবং উদারপন্থি, মানবতাবাদি ও অনান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিককর্মীদের জেল হাজতে পাঠিয়েছে, হত্যা করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়েছে সুদীপ্ত শাহিনের পরিবার। সে হারিয়েছে সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী বোন অলকা সুফিয়াকে, হয়েছে পরিবারবিচ্ছিন্ন ও নীড়হারা। সমকালীল রাজনীতির আলেখ্য এ উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে সুস্পষ্টরূপে।

নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাসে সুদীপ্ত শাহিনের মধ্যে সরাসরি রাজনীতিতে সক্রিয়তার বিষয়টি অনুপস্থিত থাকলেও তার মধ্যে যে তীব্র দেশাত্মবোধ ছিল সে বিষয়টি উপন্যাসের প্রথমেই লক্ষ যায় –

> "সুদীপ্তর সংকল্প ছিল যেকোনো প্রকারে এই দেশেই জীবন কাটাবে সে।"[২৩]

তার বড় ভাই সুশোভন হাবিব দেশত্যাগ করে পাকিস্তান চলে গেলেও সে দেশে থাকার সংকল্প করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কালো স্পর্শ তাকেও দেশত্যাগে বাধ্য করেছে। রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও সুদীপ্তের বোন অলকা সুফিয়া ছাত্র-ফেডারেশনের আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিত, তার বড় ভাইয়ের বন্ধু, বিপদের দিনে যার আশ্রয় সুদীপ্ত নিয়েছে সেই বিনয়কে আমরা অত্যন্ত রাজনীতিপ্রবণ মানুষ হিসেবে পাই। সেই সাথে অনুপম, সুকান্ত, ঈপ্সিতাদেরকে রাজনীতিতে সক্রিয় মানুষ হিসেবে দেখতে পাই। এতে করে সমকালীন রাজনীতিতে নারী পুরুষের যুগপৎ অংশগ্রহণের দিকটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। কংগ্রেসী রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা সর্বদা সজাগ থেকেছে। এক রাত্রের ঘটনাতে সে বিষয়টি স্পষ্টতা পায় –

> "সুফিয়ার কাছে গিয়ে সে দেখে, একখন্ড বড়ো কাগজে তুলি বুলিয়ে মোটা মোটা হরফে সুফিয়া লিখছে- কংগ্রেসী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলুন।"[২৪]

অনুপম, সুফিয়া, ইপ্সিতা, বিনয় এরা নিয়মিত তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে উপন্যাসে আলাপ চালিয়ে গেছে। তাদের ফেডারেশনের জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। তাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে স্থানীয় ভকতরাম জুটমিলে শ্রমিক আন্দোলনের কথা, যারা কিনা শ্রমিকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা করেছে।

পত্রিকাগুলোতে পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচারের কাহিনি যেভাবে ছড়াচ্ছে সে প্রসঙ্গে অনুপম যে কথা বলে তার মধ্যে উন্নত রাজনৈতিকবোধ ও সচেতন মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুপম বলে –

> "পাকিস্তান একটা অছিলা। যে কোনো প্রকারে এখানকার বুর্জোয়া শ্রেণি চাচ্ছে, এখানকার প্রোলেটারিয়েট হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে।"[২৫]

তাদের আলোচনায় বুর্জোয়া শাসকদের অপরাজনীতির চিত্রও উঠে আসে। ফেডারেশনের সভা শেষে ঈপ্সিতা যখন অনুপমের কাছে জানতে চায় দাঙ্গার পেছনে কর্তৃপক্ষ দায়ী কিনা, তখন অনুপম উত্তর দেয় কোন বুর্জোয়া শাসক তা না চায়? অর্থাৎ প্রত্যেকটা বুর্জোয়া শাসকই চায় সমাজে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে। উপন্যাসের এক পর্যায়ে ক্ষণিকাদের বাড়ি গিয়ে সুদীপ্ত ক্ষণিকার বাবা গৌরবাবুর সঙ্গে আলোচনায় যখন বলে –

> "জাতীয়তার প্রশ্নে এককালে আমরা খুব একটা সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি, যার জন্যে হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের থেকে অনেক দূরে স'রে গেছে- এটাও বোধ হয় দাঙ্গার একটা কারণ।"[২৬]

তার এ কথাতে দাঙ্গার অন্যতম কারণ যেমন উঠে আসে সেই সাথে জাতীয়তা সম্পর্কে তার যে বোধ সেখানে মূলত রাজনৈতিক চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষণীয়। একই সাথে তার চেতনায় যখন কাজ করে এ ভারতে কেবল হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে কেবলই মুসলমান হওয়ার অপরাধে, অথচ তাদের কোনো অপরাধ ছিল না। সে ভাবে, পাকিস্তানের কোনো মুসলমান যদি কোনো হিন্দুর ওপর অত্যাচার ক'রেই থাকে সেজন্য ভারতের নিরীহ মুসলমানটির তো কিছু করার থাকতে পারে না। তাই তার মনে হয় –

> "এখানকার মুসলমানেরা পাকিস্তানের হিন্দুদের জানমালের গ্যারান্টিস্বরূপ।"[২৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তার এসব বিবেচনায় পরোক্ষভাবে রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এসে দেখি মুসলিমদের প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রকাশ পায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সাধারণ একজন লোকের মুখেও। যে কিনা বলে –

> "ও শালাকে চামার বললেও মান দেখানো হয়। ওকে মুচলমানই বলা উচিত।"[২৮]

এখানে একটা দেশের সমকালীন রাজনীতি কতটা বিরূপ থাকলে সাধারণ মানুষের মুখেও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ এতটা তীব্র হতে পারে তা স্পষ্টতা পেয়েছে এ উপন্যাসে।

আনোয়ার পাশা নিষুতি রাতের গাথা উপন্যাস নভেলার আকারে লিখলেও এখানে তিনি সময়, সমাজ ও রাজনীতির সূত্ররূপ উপস্থাপন করে তৎকালীন সময়ের অপরাজনীতি ও শোষক শ্রেণির মনোভাব, উদারপন্থী রাজনীতির চর্চাকারী মানুষের শুভবুদ্ধির জাগরণের চিত্র দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। সময়ের পটভূমিকায় বিধৃত মানুষের বহুকৌণিক রূপ-রুপান্তর এ উপন্যাসে সাবলীল রূপ পেয়েছে। এতে করে তাঁর ক্ষুদ্র এ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে আছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ঔপন্যাসিকের সমকালীন সমাজ ও রাজনীতি চেতনা ও মনোভাব।

আনোয়ার পাশার দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথা শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকেও একটা বিশিষ্ট সংযোজন। এক্ষেত্রে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য –

> "কি ভাষা ব্যবহারে, কি গল্পের সংগঠনে 'নিষুতি রাতের গাথা'র লেখক 'নীড়-সন্ধানী'র লেখকের তুলনায় পরিণত। মনে হয় এই বইতে পাশা তার নিজস্ব রীতিটি খুঁজে পেয়েছেন। গল্প বলার ধরনটিও অধিক স্বচ্ছন্দ। সর্বোপরি এ উপন্যাস বাহুল্যবর্জিত, এর গল্প সুসংগঠিত।"[২৯]

অর্থাৎ *নিষুতি রাতের গাথায়* তিনি টেকনিকের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং তা আয়ত্তে আনতে পেরেছেন বলে আমাদের মনে হয়। এটি সার্থক উপন্যাসের চরম দৃষ্টান্ত না হলেও তথ্যকে তথ্যমাত্র না রেখে একে জীবনায়িত করে যে শিল্পরূপ তিনি দিয়েছেন তাতে নিপুণতা আছে। এখানেই তিনি শিল্পী হিসেবে এক ধাপ ওপরে উঠে এসেছেন। একজন উদীয়মান লেখক হিসেবে আনোয়ার পাশার জন্য এটা খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল। এদিক থেকে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস নিষুতি রাতের গাথা বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে একটি বিশিষ্ট সংযোজন হয়ে আছে।

Reference:

১. তুং, মাও সে, দ্বিতীয় সংস্করণ, পিকিং, ১৯৭৭ [দ্বৈতীয়িক উৎস-বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ, ড. সুধাময় দাস, ২০১৫, মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২০৭]
২. ইকবাল, ভূঁইয়া, ২০২১, *শহীদ বুদ্ধিজীবী জীবনী গ্রন্থমালা: আনোয়ার পাশা*, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫১
৩. ফারুকী, মুজাহিদ বিল্লাহ, ২০২০-২১, *বাংলাদেশের উপন্যাসে পুরাণ ও ইতিহাস*, ন্যাশনাল পাবলিকেশ, ঢাকা, পৃ. ১২৯
৪. দাস, সুধাময়, ২০১৫, *বাংলা উপন্যাসে জাতীয়তাবোধ*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৭৮
৫. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), ১৯৮৩, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৫
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 287 - 296
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২৯. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), ১৯৮১, *আনোয়ার পাশা রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৯